মেহেরপুরে আরও ৫ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে দুই জন গাংনী উপজেলার ও তিন জন মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা।

সোমবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ২৬ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে ৫ জনের। আর নেগেটিভ আসে ২১ জনের।

সূত্রে আরো জানা যায়, এ পর্যন্ত সর্বমোট নমুনা ৫১২৪ টি, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৫০০৮ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭৩১ জন, সুস্থ ৬৩৬ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৯ জন।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ১৯ টি (সদরে ১১, গাংনীতে ০৪ ও মুজিবনগরে ০৪)।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পাওয়া পজিটিভের পরিচয়- মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরের শরিফ উদ্দিন(৫২), পুলিশ লাইনের শুকুর মামুদ(৪২), চাঁদবিলের সোমা খাতুন(২০), গাংনী উপজেলার ভমরদহের ওবাইদুর রহমান(৩৫), হারিয়াদহের শামীম রেজা(৩৫)।

গাংনীতে সম্পত্তি দখলমুক্ত করতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের ওলিনগর গ্রামের এক মুক্তিযোদ্ধার কন্যার ক্রয়কৃত জমি দখলমুক্ত করার দাবিতে গাংনীতে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার সকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড আব্দুল মাবুদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে আব্দুল হান্নান দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল জলিল, মুকুল হোসেন মাস্টার, ফিরোজ জাহাঙ্গীর, কমরেড মজনুল হক মজনুসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত শতশত নারী-পুরুষ।

জানা যায়, ওলিনগর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম হাফিজুর রহমানের স্ত্রী নুরুন্নাহার আক্তার তার নিজ কন্যা হাবিবা নওরিনের কাছে জমি বিক্রি করেন। হাবিবার নামীয় জমি দখল করেছেন তারই সৎ ভাইয়েরা ও আত্মীয়রা।

এমনকি হাবিবা ও তার মা নুরুরন্নাহার দখলকারীদের হুমকির কারণে নিজ বাড়িতে বসবাস করতে পারছেন না। ওই জমি দখল মুক্ত করতে স্থানীয়রা ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন মহলে গিয়েও আপোস-মীমাংসা হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গায় গাংনীতে ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিবাদ

কুষ্টিয়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদে ও ভাঙচুরকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রোববার সকালে মেহেরপুর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির গাংনীস্থ কার্যালয়ে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি জননেতা কমরেড আব্দুল মাবুদ।

এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মজনুল হক মজনু, জেলা নারী মুক্তিদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুন নাহার আক্তার, ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা কমরেড আরোজ আলী, গোলাম রহমান মাস্টার, ফিরোজ জাহাঙ্গীর মাস্টার, জেলা যুবমৈত্রীর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান প্রমুখ।

কুষ্টিয়ার ভাস্কর্য ভাঙ্গার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, দেশের সামাজিক-সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করতে ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতেছে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র। তারা ধর্মের নামে ভাস্কর্য বিরোধীতে অবস্থান নিচ্ছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাস্কর্য ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা এটা তাদের রাজনৈতিক বহিরপ্রকাশ। দেশকে অস্থিতিশীল রাখতে তারা উগ্র ও উস্কানিমূলক বক্তব্যে দিচ্ছে। যা শুভ লক্ষণ নয়।

গাংনীতে মউকের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প নেয়ার প্রতিবাদে বেসরকারি সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে গাংনী লোকাল এনজিও ফোরাম।

গতকাল রোববার বিকেলে গাংনী রুরাল ভিশন সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে গাংনী লোকাল এনজিও ফোরাম।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গাংনী লোকাল এনজিও ফোরামের আহবায়ক ও বামন্দী সমাজ কল্যাণ সংস্থার পরিচালক এবং গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা এনজিও সমন্বয় কমিটির সাধারণ

নিয়ে তা আত্মসাৎ করে। ২০০৭ সালে জামায়াতের রোকনদের দক্ষতা বৃদ্ধির নামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিল। ২০০৬ সালে মেহেরপুর জেলার শিশু শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়ার নামে ব্যাংক ডাফট গ্রহণ করে ১০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে। যেখানে বিএনপি সরকারের ছত্রছায়ায় সম্ভব হয়েছে।

প্রধান শিক্ষকের সহযোগীতায় কাগজপত্র গায়েব

শিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত ও নিবন্ধন বিষয়ে তথ্য চাওয়াই পদত্যাগ করেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি বিএসসি শিক্ষক নাজমা খাতুন। গত মাসের প্রথম দিকে তিনি পদত্যাগ পত্রটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের কাছে প্রেরণ করেন। তবে এ সংক্রান্ত কোনো কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।

এদিকে ওই শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়নি। তিনি সকলের অগোচরে কাগজপত্রাদি সরিয়েছেন বলে দাবি করেছেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক। সরকারি ভাবে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার মুহূর্তে শিক্ষকের পদত্যাগ করায় সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে সংশ্লিস্ট ও সুধী মহলে। গুঞ্জন চলছে নানা মহলে। প্রধান শিক্ষকের সহযোগীতায় সংরক্ষিত সকল কাগজপত্র গায়েব করেছেন বলে অভিযোগ অনেকের।

বিদ্যালয় প্রধানের দেয়া তথ্যে জানাগেছে, তৎকালীন সময়ের বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও মটমুড়া ইউপি’র সাবেক চেয়ারম্যান শিরাজুল ইসলামের কল্যাণে নিকট আত্নীয়তার সুবাদে ওই বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক শাহেদ মেহরাজের স্ত্রী নাজমা খাতুন ২০১০ সালের ২৭ অক্টোবর সহকারি বিএসসি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। যোগদান করেন ২০১০ সালের ৩০ অক্টোবর। এমপিও ভুক্তি হন ২০১০ সালের ১ নভেম্বর ।

বিদ্যালয়ের সহকারি বিএসসি শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সব

পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন জানান, আমি দায়িত্বে থাকাকালীন ওই শিক্ষকের এমপিও ভুক্তি হয়। তার চাচা শ্বশুর শিরাজুল ইসলাম সভাপতি থাকাকালীন নিয়োগ দিয়েছিলেন তার পুত্রবধূ নাজমা খাতুনকে।

এব্যাপারে সাবেক সভাপতি শিরাজুল ইসলাম জানান, এবিষয়ে আমি কিছুই বলতে চাইনা, আমার চাচাতো ভাইয়ের ছেলের বউ নাজমা খাতুন। এনিয়ে লেখালেখি করার দরকার নাই। তাছাড়া কাগজ পত্র বিষয়ে জাচাই-বাছাই করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সংশ্লিষ্ট দপ্তর যাচাই বাছাই করবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাকের আলী মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে প্রায় এক বছর হতে চলেছে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। শিক্ষকরা বাড়িতে বসেই বেতন পাচ্ছেন। এমুর্হূতে ক্লাস নেয়া বা স্কুলে উপস্থিত হওয়ার বিষয়েও কোনো তাগাদা নেই। বিদ্যালয় চলাকালীন তিনি সুস্থতার সাথেই বিদ্যালয়ে আসতেন। তবে শিক্ষকদের তথ্য চাওয়া মাত্রই তিনি পদত্যাগ করাই অনেকেেই সন্দেহ করছেন।

শিক্ষক নাজমা খাতুনের নিবন্ধন সার্টিফিকেট সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়া হলে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য এক সপ্তাহ সময় অপেক্ষা করতে বলেন। এক সপ্তাহ পরে তথ্যের জন্য যোগাযোগ করা হলে অফিস থেকে তার কোনো কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছেনা বলে জানান প্রধান শিক্ষক।

আপনার বিদ্যালয়ের ফাইলপত্র আপনার অনুমোতি ছাড়া কাউকে প্রদান করা কিংবা কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এবিষয়ে পরে কথা হবে। তবে উক্ত শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত অনেক জটিলতা থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, শিক্ষকের পদত্যাগের বিষয়টি আমি লোকমুখে শুনেছি। আজও আমার কাছে কোনো কাগজ আসেনি। এমুহূর্তে পদত্যাগ করাটা প্রশ্নবিদ্ধ মনে হচ্ছে। মানুষের মধ্যে সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

তবে আমরাও চাই যারা নিয়োগের সময় পরিচালনা কমিটির শুপারিশে এবং তথ্যগোপন রেখে বৈধকাগজপত্র না থাকলেও নিয়োগ পেয়ে সরকারি সুবিধা ভোগ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে যাচাই বাছাই করা জরুরী। ইতোমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তথ্য হাতে পেয়েছি। তা

সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

মেঘনার রুপের আগুনে ছাই ডজন প্রেমিক

মেহেরপুরে মেঘনা(২৪) নামের এক তরুনীর প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে নি:স্ব হয়েছে প্রায় ১২ জন যুবক। প্রেমের জালে জড়িয়ে তাদের সাথে হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা। ইতো মধ্যে ২য় স্বামীর সাথেও ডিভোর্স হয়েছে মেঘনার। সেখান থেকেও নিয়েছে বেশ মোটা অংকের টাকা।

সুরমিলা আক্তার মেঘনা মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া- খাসমহল গ্রামের জিল্লুর রহমানের মেয়ে। মেঘনার মায়ের সাথে বাবার বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদের পর বাবা জিল্লুর রহমান অন্যত্র বসবাস করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় বেশ কয়েকজন জানান, মেঘনার মায়ের এর আগে বিয়ে হয়েছে তিন জনের সাথে এবং মেঘনার হয়েছে দুইজনরে সাথে। মেঘনা বিভিন্ন সময় এলাকা ও এলাকার বাইরে বিভিন্ন জনের সাথে প্রেমের সম্পর্ক করে তাদের ব্লাকমেইল করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তাদের বাড়িতে অপরিচিতদের আনাগোনাও চলে ব্যাপক। এছাড়াও কোন ছেলেকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসার জন্য কবিরাজের কাছে তাবিজ-কবজও করতো বলে অভিযোগ করেছে এলাবাসী।

ভুক্তগোী এক মাছ ব্যবসায়ী জানান, আমাকে তার প্রেমের ফাঁদে ফেলে ২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। একটি এনজিও থেকে লোন তুলে তাকে টাকা দিয়েছি। আজও সেই লোনের কিস্তি দিতে হচ্ছে।

এছাড়াও ২০১৬ সালের ১১ অক্টোবর রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ এলাকার একটি বোডিং এ এক যুবকরে সাথে অনৈতিক কাজ করার সময় পুলিশের হাতে আটক হয়। এ বিষয়ে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় একটি মামলাও দায়ের করা হয়। যার নাম্বার ৮২০/১৬।

এ বিষয়ে মেঘনার বাবা জিল্লুর রহমান জানান, আমি অনেক আগেই তাদের কাছ থেকে চলে এসেছি। মেঘনার এসব কর্মকান্ড আমি শুনেছি। তার মায়ের কারনেই এসব করছে সে। মেঘনা ও তার মা একদিকে আর গোটা গ্রামবাসী আরেক দিকে। মেঘনার মা ও তার বর্তমান স্বামী মিলেই মেঘনাকে দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছে। মেঘনার মায়ের কারনে অনেকেই তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে সাহস করে না।

কাথুলী ৬ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য খাসমহলের বাসিন্দা একরামুল হক এর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন। আমি তাদের বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে পারবো না।

এ বিষয়ে মেঘনার সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তার মোবাইলটি বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনীর রাস্তার কার্পেটিংয়ে বিটুমিনের পরিবর্তে পোড়া মবিল ব্যবহারের অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার চোখতোলা ধর্মচাকী রাস্তার কার্পেটিংয়ে বিটুমিনের পরিবর্তে পোড়া মবিল ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। ফলে ১২ঘন্টা পার হতে না হতে খোয়া উঠতে শুরু করেছে।

চোখতোলা ধর্মচাকী ১৫০০মিটার রাস্তা পাকাকরণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে প্রায় ৭০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ঠিকাদার উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আঁতাত করে বিটুমিনের পরিবর্তে পোড়া মবিল দিয়ে রাস্তার কার্পেটিংয়ের কাজ শেষ করেন। প্রথম থেকেই স্থানীয় লোকজন কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুললেও ঠিকাদারসহ সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কেউ তা কর্ণপাত করেননি।

গত বৃহস্পতিবার সকালে কাজ শেষের মাত্র ১২ঘন্টার মাথায় রাস্তার কার্পেটিং ওঠে গেলে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। রাস্তা নির্মাণে

অনিয়ম হলে শনিবার বিকেলে কাজের সাইডে দেখা গেছে নির্মাণ কৃত রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশে সংস্কার করছেন ঠিকাদার।

সৈনিক লীগ নেতা জিয়াউল হক জিয়া বলেন, কাজটি করেছেন স্থানীয় ঠিকাদার মকলেছুর রহমান। রাস্তাটি পাইলিংএজিংগের সময় রাস্তার পার্শে আড়াই ইঞ্চি দূরে দূরে ইট দেওয়া হয়েছে। এছাড়ও ২নংও ৩নং ইটের খোয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

বর্তমানে রাস্তাটিতে কার্পেটিংয়ে কাজ চলছে বিটুমিনের পরিবর্তে পোড়া মবিল ব্যবহার করার কারণে ১২ঘন্টা পার হতে না হতে খোয়া উঠতে শুরু করেছে। রাস্তায় নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হলেও উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ কাজ তদারকী না করে অফিসে বসে থাকেন।

এ কাজের মান নিয়ে এলাকাবাসী প্রশ্ন তুলে বলেন, ঠিকাদার মকলেছুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি নির্মাণ করছেন সে রাস্তায় নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা করেছে। বর্তমানে কার্পেটিংয়ে বিটুমিনের পরিবর্তে পোড়া মবিল ব্যবহার করছে। ফলে রাস্তার খোয়া উঠতে শুরু করেছে।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ যোগদান করার পর থেকে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে কাজ করছেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। বিষয়টি এলাকাবাসী এলজিইডি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করছেন।

এনিয়ে ঠিকাদার মখলেছুর রহমান জানান, কাজ খারাপ করা হয়নি। বিটুমিনের চেয়ে মবিলের দাম বেশি। তাই বিটুমিন কম দিয়ে কাজ করানোর অভিযোগ ঠিক না। অন্যান্য জায়গার তুলনায় কাজ ভাল হচ্ছে।

এব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ জানান, রাস্তায় বিটুমিনের পরিমাণ কম দেয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেতে পারে।

শুক্রবার আমি কাজের সাইডে যেতে পারিনি শনিবার সকালে আমি গিয়েছিলাম। কোন কোন জায়গায় কিছুটা খারাপ ছিল। আমি আমার স্টাফকে নির্দেশনা দিয়েছি। এখন থেকে আর রাস্তার কাজ নিম্নমানের হবে না। ১ মাস না হলে বোঝা যাবেনা। তবে নিউজটি করার দরকার নেই।

গাংনী থানায় নতুন ওসি বজলুর রহমানের যোগদান

মেহেরপুরের গাংনী থানায় অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসেবে যোগদান করেছেন মোঃ বজলুর রহমান।

শুক্রবার সকালে তিনি এখানে যোগদান করেন। এদিন সন্ধ্যায় নতুন ওসি বজলুর রহমান গাংনী প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় করেন। নতুন ওসিকে এ সময় ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। একই সাথে সদ্য সাবেক ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমানকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত সাজেদুল ইসলাম। গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি রমজান আলীর সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাই টিভি প্রতিনিধি মাহাবুব আলম। আরটিভি ও খোলা কাগজের জেলা প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিকের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রসে ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিজয় টিভির জেলা প্রতিনিধি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, মানবজমিন প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ তাহেরুল ইসলাম তপন, দৈনিক লাখো কন্ঠ ও সারা বাংলা ডট কমের জেলা প্রতিনিধি রফিকুল আলম বকুল, মেহেরপুর নিউজের গাংনী প্রতিনিধি তোফায়েল হোসেন, নিউজ বাংলা ডট কমের জেলা প্রতিনিধি সোহেল রানা বাবু, চ্যানেল এস টিভির জেলা প্রতিনিধি আব্দুল আলীম।

জানাগেছে, নতুন ওসি বজলুর রহমান বরগুনা জেলার আমতৈল উপজেলার বাসিন্দা। তিনি ১৯৯০ সালে প্রথমে সাব-ইন্সেপেক্টর হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। বিভিন্ন থানায় দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানা থেকে বদলি হয়ে তিনি গাংনীতে যোগদান করেন। অপরদিকে ওবাইদুর রহমানকে মেহেরপুর লাইন ওয়ার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের নতুন কমিটির অনুমোদন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। বৃহস্পতিবার আমিনুল ইসলাম সেন্টুকে সভাপতি ও আসিফ ইকবাল অনিককে সাধারণ সম্পাদক করে আগামী ১ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি এ অনুমোদন দিয়েছে।
বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য সাক্ষরিত চিঠি মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে পৌঁছিয়েছে।
একই সাথে পৌর ও ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করে ডালিম রানাকে সভাপতি ও নাসিরুল ইসলাম মহনকে সাধারণ সম্পাদক করে পৌর কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে দলীয় শৃংখলার পরিপন্থী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অপরাধে ছাত্রলীগ নেতা ইমরান হাবিব, মাহমুদ হাসিব, আল মুস্তাকিম ও মানিক হোসেনকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।
গাংনী উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের কমিটি অনুমোদন হওয়ায় শুক্রবার সকালে আনন্দ শোভাযাত্রা করেছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। আনন্দ শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে বাসস্ট্যান্ডে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়।
শোভাযাত্রায় অংশ নেন গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানা, সাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলাম মহন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ফয়সাল জাহান শিশির, শাহজাহান আলি, রাইহান সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ, উপ-দপ্তর সম্পাদক শাহিন রেজাসহ ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]